বিপর্যয়ের অভিঘাতে বাংলা সাহিত্য

সম্পাদনা
অনিমেষ সরকার
সুস্মিতা বিশ্বাস

বিপর্যয়ের অভিঘাতে বাংলা সাহিত্য
অনিমেষ সরকার ।। সুস্মিতা বিশ্বাস
কর্তৃক সম্পাদিত

প্রথম প্রকাশ : ৩০ জানুয়ারি, ২০২১

ISBN : 978-81-950554-5-6

প্রকাশক এবং সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অক্ষর বিন্যাস : আলিউল হক
প্রচ্ছদ : অমিত মণ্ডল

সোম পাবলিশিং-এর পক্ষে ২১, কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২
থেকে সর্বাণী কুশারী কর্তৃক প্রকাশিত
এবং মা শীতলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা থেকে মুদ্রিত।

Biparjayer Abhighate Bangla Sahitya
edited by :
Animesh Sarkar Susmita Biswas

Published by **Som Publishing**
21, Kanai Dhar Lane , Kolkata 700 012
Ph - 8697267510 / 9874094834
e-mail : sompublishing16@gmail.com

মূল্য : ২৭৯ টাকা

অরূপ মিস্ত্রী ১২৬

দেশভাগের অভিঘাতে বাংলা সাহিত্যের নীরবতা ও সরবতা : প্রসঙ্গ বাংলা উপন্যাস (১৯৪৭-১৯৫৭)

পলাশ সেনাপতি ১৩৩

শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্যে দুর্ভিক্ষ, মহামারি, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রভাব ও তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শর্মিষ্ঠা পাইক ১৪১

'মহারাষ্ট্র পুরাণ' কাব্য : বর্গি আক্রমণ ও বিপর্যস্ত বাংলার ঐতিহাসিক দলিল

সহেলী ঘোষ ১৫২

মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গল্পে নকশালবাড়ি আন্দোলনের অভিঘাত

সামিম হোসেন খান ১৬১

মন্বন্তরের প্রেক্ষিতে বাংলা ছোটগল্প : প্রসঙ্গ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

মাসরেকুল আলম ১৬৭

কলেরা থেকে করোনা : আধুনিক সাহিত্যে মহামারি চর্চায় বঙ্গীয় ভাবনা

প্রিয়ব্রত রায় ১৭৭

নির্বাচিত বাংলা গল্পে 'দুর্ভিক্ষ' : বিপর্যয়ের বিভীষিকা

আফরুজা খাতুন ১৮৯

মানবিক 'বিপর্যাস ও আগুনপাখি' : এক মুসলিম নারীর আত্মকথন ও আত্মচেতন

বিদিশা চক্রবর্তী ১৯৮

শাসকের হস্তক্ষেপ-বিপর্যয় : প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যের চারজন কবি

দীপায়ন প্রামাণিক ২০৬

বিপর্যয়ের নানা স্বর : লকডাউন

লক্ষ্মী সাহা ২১২

বিপর্যয়ের কাব্যচিত্র যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায়

বৈশাখী রায় চৌধুরী ২২০

প্রাবন্ধিক পরিচিতি

'মহারাষ্ট্র পুরাণ' কাব্য : বর্গি আক্রমণ ও বিপর্যস্ত বাংলার ঐতিহাসিক দলিল

সহেলী ঘোষ

অষ্টাদশ শতকের বাংলায় সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সামাজিক বিপর্যয় হল মারাঠা বর্গিদের আক্রমণ। এই বিষয়কেই মূল ভিত্তি করে ১৭৫১ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয় গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'। বাংলাদেশে বহু বিপর্যয়, বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা বয়ে গেছে; কিন্তু সেই সব ঘটনা ইতিহাসের বিষয়বস্তু হয়ে থাকলেও ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্য তথা বাঙালি সাহিত্যিকের মন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের বাংলায় বর্গি হাঙ্গামার ভয়াবহতা মানুষের মনে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছিল যে কবির মনও তাতে বিচলিত হয়েছিল তা অনুমান করা যেতেই পারে।

কাব্যটি মূলত বর্ণনাত্মক। আখ্যানভাগ যে খুব আকর্ষণীয় তাও নয়। ১৭৪২-৪৩ খ্রিস্টাব্দে মারাঠারা 'চৌথ' অর্থাৎ রাজস্বের এক চতুর্থাংশ আদায়ের জন্য বাংলায় যে আক্রমণ চালায় ইতিহাসে তা বর্গি আক্রমণ নামে পরিচিত। এই বর্গি আক্রমণের হাত থেকে নবাব, রাজা-মহারাজা, জমিদার থেকে বেনে, মুদি, কৃষক নিস্তার পায়নি কেউ। বর্গি আক্রমণের প্রথম অবস্থায় বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁ পরাজয় স্বীকার করে কাটোয়া থেকে পালিয়ে যান। পরবর্তীকালে পাটনা ও পূর্ণিয়া থেকে ফৌজ এসে নবাবের শক্তিবৃদ্ধি ঘটায় এবং নবাব কৌশলে মারাঠা সেনাদের প্রধান ভাস্কর পণ্ডিতকে ডেকে পাঠান ও হত্যা করেন। চৌথ আদায়ের উদ্দেশ্যে ভাস্কররামের নেতৃত্বে মারাঠা বর্গিদের বাংলায় আক্রমণ, প্রবল অত্যাচার এবং শেষে ভাস্কররামের হত্যার মাধ্যমে বর্গির হাঙ্গামার অবসান—এই হল মূল কাহিনি। গঙ্গারাম এই ঘটনারই নথিকরণ করেছেন তাঁর কাব্যে। কাব্যের আখ্যানভাগ শুরু হয়েছিল বাংলা ১১৪৯ সালের ১৬ই বৈশাখ তারিখে এবং বাংলা ১১৫১ সালের ২রা বৈশাখ মনকরার শিবিরে ভাস্কররামের হত্যার সাথে সাথেই কাব্যের সমাপ্তি।

গঙ্গারামের কাব্যের শুরুতে দেখা যায় মাতা পৃথিবী কাতর, কারণ মর্ত্য-বাসী নরনারী রাধাকৃষ্ণ ভজনা না করে বিবিধ পাপাচারে মত্ত হচ্ছে। সেই পাপের ভারে ক্লান্ত পৃথিবী প্রতিকারের উপায় জানাবার জন্য ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা